



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 82 - 86

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সাম্য মানবতাবাদের প্রচারক : কাজী নজরুল ইসলাম

মৌসুমী দেবনাথ

অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ, বিলোনিয়া, ত্রিপুরা

Email ID : debnathmoushami@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Abstract

Discussion

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন—

“অসহযোগ আন্দোলন বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতটুকু আলো, যতটুকু ভালো, যতটুকু মুক্তি আনিয়াছিল তাহা নজরুলের কবিতা গানের দ্বারা অনেক অংশে সম্ভাবিত হইয়াছিল।”

বাংলা সাহিত্যের আকাশে কালজয়ী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কবিতায় যে বিদ্রোহী মনোভাব ফুটে উঠেছে তা শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা পরাধীনতার গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও। যার প্রতিফলন আমরা তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এক মানবদরদী কবি। এই মানবদরদী কবির জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালে ২৪শে মে। তাঁর জন্ম হয় এক শিক্ষিত মুসলিম নিম্নবিত্ত পরিবারে এবং অভাব ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। আর এই অভাবকে সঙ্গে করেই তিনি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বড় হয়েছিলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে। কবির পিতা কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতা জাহেদা খাতুন। কাজী ফকির আহমেদের চার পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম। এই জন্মই নজরুলের ডাক নাম রাখা হয় দুখুমিঞা। এই দুখুমিঞাই একদিন হয়ে উঠেন বাংলা সাহিত্যের এক অমর প্রতিভাশালী কবিসাহিত্যিক।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন প্রকৃত জীবন প্রেমিক কবি। ফলত সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায়, দরিদ্র, অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের নিয়েই তাঁর কলম প্রতিনিয়ত চলেছে। এই সাম্যবাদী ধারার প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল লেটো দলের কবিরিয়াল হওয়ার সময় থেকেই। খুবই ছোট বেলায় পিতাকে হারিয়ে শৈশব থেকেই জীবন যন্ত্রণাকে কাছ থেকে উপলব্ধি করছেন কবি। নির্মম দারিদ্রতার চাপে পড়ে স্বাভাবিকের মতো তাঁর শৈশব কাটেনি। এমনকি পারিবারিক অভাব অনটনের জন্যই তাঁর শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবিকা অর্জনের তাগিদে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁকে উপার্জনের কাজে নামতে হয়েছে। গ্রামের যে মজবে নজরুল পড়াশোনা করেছেন সেখানেই তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু তাতেও অভাব মেটেনি দেখেই কিশোর নজরুল জীবিকার সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েন। কবির খুল্লতাঁত বজলে করিমের সঙ্গে লেটো দলে যোগ দেন এবং পরে রুটির দোকানেও কাজ করেন। পরে অবশ্য এক সহৃদয় পুলিশ অফিসার তাঁকে



দবিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কিছুদিন পর মন না বসায় তিনি সেখান থেকে বেড়িয়ে যান এবং পরে রাণীগঞ্জের শিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে কবি যখন দশম শ্রেণিতে পড়েন তখন তিনি সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। এই সমস্ত নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই কবির জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। জীবিকার সন্ধানে অসম জীবন যাপনের জন্য কবির প্রথম থেকেই অভিজাত মনুষ্য সমাজের প্রতি এক বিদ্রোহী মনোভাব তৈরি হয়েছিল। যার ফলে তাঁর কাব্যের প্রধান ধারাটিই ছিল স্বতন্ত্র, তথাকথিত শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর মনোভাবের বলিষ্ঠ স্বর।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত ‘সর্বহারা’ কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত তাঁর ‘কাভারী হুঁশিয়ার’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

“হিন্দু না ওরা মুসলিম?” ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কাভারী! বল ডুবিয়ে মানুষ, সন্তান মোর মা’র!”

প্রকৃত অর্থে তিনি ‘কাভারী হুঁশিয়ার’ কবিতায় বলতে চেয়েছেন দেশের মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ করে নয়, প্রকৃত মানুষ হিসেবেই মানুষকে বাঁচাতে হবে। মানবতার পক্ষে এটাই ছিল কবির বিদ্রোহ। কবির মতে আপাতকালীন মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যই সবচেয়ে বেশি জরুরি। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে নজরুল ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তাঁর এই ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। বরং তিনি দেশের আপামর জনগণের সামনে ব্রিটিশ সরকারের মুখোশকে পুরোপুরি খুলে দিয়েছিলেন।

কবি নজরুল ছিলেন সমাজের সর্বহারাদের প্রিয় কবি। সমাজের অন্যায়, অবিচার, শোষণ এবং বৈষম্যের প্রতি মর্মস্পর্শী প্রতিবাদ নজরুলের কলমে উঠে এসেছে বারবার। এই কারণেই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন জনগণের কবি। ‘সর্বহারা’ কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত ‘সর্বহারা’ কবিতার মাধ্যমে তিনি সমাজের বিত্তশালী; অত্যাচারী ও সুবিধাভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সর্বহারাদের উদ্দেশ্য বলেছেন—

“ব্যথার সাঁতার-পানি-ঘেরা

চোরাবালির চর,

ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস্

সেই চরে তোর ঘর?”

এই সর্বহারাদের জীবন যেন এক দুঃখের সমুদ্রে টিকে থাকার সংগ্রাম এবং শোষণ ভিত্তিক সমাজের উপর ঘর বানানো মানে নিজেদের ধ্বংসকে নিজেই ডেকে আনা। তাই কবি সর্বহারাদের চোরা বালির চর ছেড়ে মাটির কাছাকাছি আসার এবং নিজেদের নায্য অধিকার লড়াই এ সামিল হওয়ার জন্য আস্থান জানিয়েছেন। কবি মনে করেন সমাজের একদল মানুষ পরিশ্রম করে, শ্রম দেয়, ঘাম ঝরায়, তবুও তারা ক্ষুধার্ত থাকে। অন্যদিকে আর একদল মানুষ কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে ধন সম্পদ ভোগ করতে থাকে। তাই নজরুল এমন একটা ব্যবস্থা চান যেখানে সব মানুষ সমান এবং সকলের সমান অধিকার থাকবে, কেউ কারোর উপর অত্যাচার করতে পারবে না।

কবি নজরুল ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন অবিভক্ত ভারতের একজন বিদ্রোহী কবি। কারণ তিনি শোষণ দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িকতাকে খুবই কাছ থেকে দেখেছেন। এমনকি এই বিষয়গুলো তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। শুধুমাত্র তাঁর কবিতার কথায় নয়, বরং তিনি মনে-মনে বিশ্বাস করতেন—

“মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,

সব দেশে, সবকালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।”^৪

সমাজের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জীবনের শুরু থেকেই কবির মধ্যে এক প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তাঁর বিভিন্ন লেখনিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং পাশাপাশি দেশকে স্বাধীন করার জন্য ভারতীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি জোয়ানদের প্রতি বলেছেন—

“কে আছ জোয়ান হও আণ্ডয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।

এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।”^৫



এমনকি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্তি ও স্বাধীন করার কথা তিনি বারবার বলেছেন। ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কবি জনমানুষকে বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর ‘ধূমকেতু’ পত্রিকাটিও বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

এর সাথে সাথে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নজরুলের প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’। এই কবিতাটি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯২২ সালে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় নজরুলের লেখা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটি প্রকাশিত হলে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে কুমিল্লা থেকে কবিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারণগারে বন্দী থাকা অবস্থায় কবি রচনা করেন ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ কবিতা। প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ যেন কবি নজরুলের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা হল ‘বিদ্রোহী’। কবিতাটি ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী ‘বিজলী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই কবি পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। আর তখন থেকেই তিনি পরাধীন ভারতের বিদ্রোহী কবি রূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আমাদের চিরপরিচিত ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“বল বীর—

আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,

মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর।

আমি দুর্বীর,

আমি ভেঙে করি সব চুরমার!”^৬

কবিতাটিতে কবি নিজেকেই বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং মানুষকে প্রতিমুহূর্তে সজাগ থাকতে বলেছেন। এই কবিতায় কবি আরও বলেছেন—

“মহা— বিদ্রোহী রণ-ক্লাস্ত

আমি সেইদিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—

বিদ্রোহী রণ- ক্লাস্ত

আমি সেইদিন হব শান্ত!”^৭

অর্থাৎ কবি তখনই শান্তি লাভ করবেন, যেদিন এই সমাজ থেকে সকল অন্যায়, শোষণ, দুঃখ, বৈষম্য সমস্ত কিছুই দূর হবে। এই শান্তি কবির একার আত্মিক শান্তি নয়, গোটা মানব জাতির স্বাধীনতার মুক্তির শান্তি।

কবি নজরুল ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় লিখেছেন—

“গাহি সাম্যের গান

যেখানে আসিয়া এক হ’য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।

যেখানে মিলেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রীশ্চান।”^৮

নজরুল বিশ্বাস করতেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। অর্থাৎ কবি হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান-সাঁওতাল-ভীল-গারো প্রভৃতি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে সকলকে এক হওয়ার ডাক দিয়েছেন। এই কবিতায় কবি বলেছেন—

“মিথ্যা শুনিনি ভাই,

এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই!”^৯



কবি মনে করেন ঈশ্বর আছেন মানুষের হৃদয়ে। এক কথায় শাস্ত্রের পুঁথি-কঙ্কালে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষের প্রকৃত পরিচয় ধর্ম নয়, জাত নয়, সম্পত্তি নয়, সে একজন মানুষ, এটিই তার বড় পরিচয়। ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘মানুষ’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!”^{১০}

শুধু এটি একটি কবিতাই নয়, বরং কবিতাটি একটি সমাজ সচেতনতার মশাল, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

কবি নজরুল একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় বিদ্রোহ, মানবতা, প্রেম, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সাম্যবাদের সুর যেমন-প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তেমনি নারী মুক্তির কথাও সমানভাবে ওঠে এসেছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের ভেদাভেদকে তিনি মেনে নিতে পারেননি, তাই ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘নারী’ কবিতায় কবি উল্লেখ করেছেন—

“সাম্যের গান নাই—

আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই?”^{১১}

কবি মনে করেন নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ হয় না। তাই তিনি ‘নারী’ কবিতায় লিখেছেন—

“বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।”^{১২}

নজরুল মনে করেন নারী কেবল কারোর ভালোবাসা ও করুণা নয়, একই সঙ্গে সে শক্তি, সাহস ও সৃষ্টি। এই কবিতায় কবি নারীর মর্যাদা, শক্তি ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে নারী মুক্তির ডাক দিয়েছেন। এদিক থেকে নজরুলের ‘নারী’ কবিতাটি আজও প্রাসঙ্গিক।

মানুষের কবি নজরুল তাঁর ‘সিন্ধু হিন্দোল’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘দারিদ্র্য’ কবিতায় দারিদ্র্যের জয়গান করতে গিয়ে দারিদ্র্য কিভাবে কবিকে মহান হয়ে উঠার প্রেরণা জুগিয়েছেন তা তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

“হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!

তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান

কণ্টক-মুকুট শোভা! দিয়াছ, তাপস,

অসঙ্কোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস;

উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,

বাণী মোর শাপে তব এক হল তরবার!”^{১৩}

কবিতাটি কবির সমাজ সচেতন এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক উজ্জ্বল নির্দশন। এই কবিতায় কবি দারিদ্র্যকে ঘৃণা বা অভিশাপ হিসেবে দেখেননি বরং তিনি গর্ব ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে দারিদ্র্যকে গ্রহণ করেছেন। দারিদ্র্যতার মধ্যেই বাস্তববাদী নজরুল জীবনের আসল শক্তি খুঁজে পান। কবি দারিদ্র্যকে দুর্বলতা মনে করেননি বরং দারিদ্র্যতাই নজরুলকে সাহস, সংগ্রাম ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, ধনীদের বিলাসিতা জীবনের থেকে দারিদ্র্যের সংগ্রামী জীবনই প্রকৃত সুন্দর ও সৌম্য। এই দারিদ্র্যতায় তাঁকে শিখিয়েছে কষ্ট সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি এবং সংগ্রাম করতে। তাই দারিদ্র্যতাকেই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মেনে নেন কবি।

আধুনিক কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক শান্তি সম্প্রীতির এক দৃঢ় প্রচারক। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একতার বাণী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে হানাহানি এবং বিভেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দেখা যায়। তাই তিনি ধর্মীয় পরিচয়ে বিভক্ত সমাজকে ভাঙতে চেয়েছেন সমতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে। তাঁর লেখনিতে কবি নজরুল ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধ্ব উঠে এক নতুন সমাজ গড়ার আহ্বান জানান।



পরিশেষে বলতে পারি যে, নজরুলের মানবতাবাদ ছিল তাঁর সৃষ্টিশীলতার মূল চালিকা শক্তি। তিনি মানুষে মানুষে কখনোই ভেদাভেদ করেননি বরং নারী, পুরুষ, গরিব, মজুর, দলিত সকলকে একত্রিত হওয়ার সাহস যুগিয়েছেন। এমনকি সকলকে একই বৃত্তের দুটি কুসুম হিসেবে দেখেছেন। এই ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা তাঁর কবিতা ও গানে বার বার উঠে এসেছে। তাছাড়াও কবি নজরুল শুধু পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মুক্তি চেয়েছেন তা নয়, বরং তিনি চেয়েছেন আত্মিক মুক্তি। যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ মানুষ হিসেবেই বাঁচবে। প্রকৃত অর্থে বলতে গেলে বিদ্রোহ, সাম্য, মানবতা ও সম্প্রীতি এই চারটি স্তরের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে নজরুলের সাহিত্য ভাবনা যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। এককথায় তাঁর সাহিত্য আমাদেরকে শিখিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, মানুষকে ভালোবাসতে এবং বিভেদের প্রাচীর ভেঙে এক নতুন আলোকময় সমাজ গড়ে তুলতে। যেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না এবং থাকবে না ঘৃণা, বরং সেখানে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হবে সে একজন মানুষ। আর এই ধারণা থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের মনের মণিকোঠায় উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ-আগস্ট, ২০১৩, পৃ. ৩০১
২. ইসলাম, কাজী নজরুল, 'সঞ্চিতা', 'কান্ডারী ছশিয়ার', ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ৬০
৩. ঐ, পৃ. ৬৭
৪. ঐ, পৃ. ৭১
৫. ঐ, পৃ. ৬০
৬. ঐ, পৃ. ১
৭. ঐ, পৃ. ৬
৮. ঐ, পৃ. ৬৯
৯. ঐ, পৃ. ৭০
১০. ঐ, পৃ. ৭১
১১. ঐ, পৃ. ৭৮
১২. ঐ, পৃ. ৭৮
১৩. ঐ, পৃ. ১৩৮